DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

Bangla 2nd Paper

YEAR 2015

10 MINUTE SCHOOL

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

পরিবেশ দূষণ

[ঢা. বো. ১৯; ১৭, ১৫; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা
খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; বগুড়া জিলা স্কুল]

আদিমকালে মানুষ একান্তভাবেই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে শুরু করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা আবিষ্কার মানুষকে দিয়েছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু আবিষ্কৃত প্রযুক্তির অপব্যবহার দিন দিন পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে। পরিবেশ হলো আমাদের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদানের সমষ্টি। পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাকৃতিক বা মানব-সৃষ্ট কোন কারণে যদি পরিবেশের উপাদানগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান বিনষ্ট হয় তাহলে পরিবেশ মানুষ বা প্রাণীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। পরিবেশের এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো- ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আর কৃত্রিম বা মনুষ্য-সৃষ্ট কারণগুলো হলো- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পকারখানায় বিষাক্ত কেমিক্যালের ব্যবহার, শিল্পকারখানা ও জানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার ইত্যাদি। এসব কারণে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। এছাড়া কীটনাশক, গুঁড়ো সাবান, প্লাস্টিকের ব্যবহার ইত্যাদির ফলেও পরিবেশ দূষিত হয়। শিল্পকারখানা ও জানবাহন থেকে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি বায়ুমণ্ডলকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে বিশ্বের সচেতন মানুষ আজ শঙ্কিত। কেননা পরিবেশ দূষণের কারণে মাবন সভ্যতার অস্তিত্বই আজ হুমকীর সম্মুখীন। তাই পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বের সচেতন মানুষ জেগে উঠছে, গড়ে উঠছে অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন। এসব সংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় ঠিক করতে পরিবেশ বিষয়ক নানা সম্মেলনে একত্র হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশের সংবিধানেও পরিবেশ-সংক্রান্ত ধারা যুক্ত হয়েছে। তবে সরবস্তরের মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা ব্যতীত পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

ভাবসম্প্রসারণ

দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়।
বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ।
বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়।

[সি. বো, ১৯, ১৭; ঢা.বো, ১৫; কু. বো, ১৫:য, বো, ০৫:চ, বো. ১৩, ০৩]

নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। এর প্রভাবে একটি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের পথে যত প্রকার সমস্যা আসতে পারে দুর্নীতি তার মধ্যে অন্যতম। দুর্নীতি একটি জাতিকে নিঃশেষে ঠেলে দেয় অক্ষয়ের পথে। তাই একে দেখা হয় "অভিশাপ" রূপে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। শিক্ষা ও মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট মনুষ্যত্ববোধ মানুষকে দান করেছে এ মহিমান্বিত মর্যাদা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সততা ও সুনীতির প্রশ্নে মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্টতা আজ তর্কাতীত নয়। কোনো জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণে সততা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়ের অশনি সংকেত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় দুর্নীতির রাহুগ্রাসে। সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে জাতীয় অস্তিত্ব। সম্প্রতি আমাদের দেশে মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি নামক ব্যাধিটি। দুর্নীতি একটা জাতীয় সমস্যা। মুষ্টিমেয় মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কালক্রমে এটা অনিবার্য পথ ধরে গ্রাস করে শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে গোটা সমাজকে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই অবলম্বন করতে থাকে এ অসুদপায়টি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, ব্যাহত হয় জাতীয় উৎপাদন। এগুলো দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, দুর্নীতির রাষ্ট্রীয়করণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল খুবই ভয়াবহ।

দুর্নীতির ফলে জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে জাতি হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত— যা তাদের মধ্যে পাশবিকতার জন্ম দিয়ে থাকে। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির রাহু যদি সমাজকে গ্রাস করে, তাহলে উন্নতির আশা করা বৃথা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতির ভয়াল থাবা বিস্তৃত হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তি পর্যন্ত সকল মহল এই চলেছে দুর্নীতির মহোৎসব। অনেকে মনে করেন, দরিদ্রতার ফলেই আবির্ভূত হয় দুর্নীতি। অর্থাৎ সৎ পথ থেকে জীবনযাত্রার মান সঠিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই অফিস-আদালতে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী কর্মকর্তাগণ ঘুষ গ্রহণ করেন।

কিন্তু দারিদ্র যে দুর্নীতির মূল কারণ নয় ,বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এদেশের উঁচু মোহলের বহু রাঘব-বোয়ালকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থ করেছেন। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন পালন করছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। দেশের সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা , মন্ত্রী, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির নোংরা প্রবণতাকে। দুর্নীতির এ নেতিবাচক দিকটার সবচেয়ে বড় শিকার হয় যুবসম্প্রদায়। পরিশীলিত চিন্তাবোধের অভাবে সাফল্যলাভের জন্যে তারা সহজেই অশুভ ও ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। এভাবে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট ।

দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি কখনও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমাদের বিশেষত দেশের শিক্ষিত সমাজকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর সমাজ গড়তে হলে জাতীয় জীবন থেকে দুর্নীতি অপসারণ করা অতীব জরুরি।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

RAJSHAHI BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

সারাংশ

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছু নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্যে, অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে এত নত করার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, একথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করো, তুমি পরদুঃখকাতর ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়, চরিত্রবান মানে এই।

[রাজশাহী বোর্ড '১৫]

সারাংশঃ

যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, অন্যের ওপর নিপীড়ন চালাতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তারা যতই ধর্মীয় লেবাস ধরুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই সবচেয়ে বড় অধার্মিক; কারণ ধর্ম সবসময় সাম্যের কথা বলে। এইরকম ভণ্ডরা পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত।

COMILLA BOARD

ভাবসম্প্রসারণ

দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়।
বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ।
বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়।

[সি. বো, ১৯, ১৭; ঢা.বো, ১৫; কু. বো, ১৫:য, বো, ০৫:চ, বো. ১৩, ০৩]

নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। এর প্রভাবে একটি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের পথে যত প্রকার সমস্যা আসতে পারে দুর্নীতি তার মধ্যে অন্যতম। দুর্নীতি একটি জাতিকে নিঃশেষে ঠেলে দেয় অক্ষয়ের পথে। তাই একে দেখা হয় "অভিশাপ" রূপে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। শিক্ষা ও মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট মনুষ্যত্ববোধ মানুষকে দান করেছে এ মহিমান্বিত মর্যাদা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সততা ও সুনীতির প্রশ্নে মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্টতা আজ তর্কাতীত নয়। কোনো জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণে সততা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়ের অশনি সংকেত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় দুর্নীতির রাহুগ্রাসে। সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে জাতীয় অস্তিত্ব। সম্প্রতি আমাদের দেশে মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি নামক ব্যাধিটি। দুর্নীতি একটা জাতীয় সমস্যা। মুষ্টিমেয় মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কালক্রমে এটা অনিবার্য পথ ধরে গ্রাস করে শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে গোটা সমাজকে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই অবলম্বন করতে থাকে এ অসুদপায়টি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, ব্যাহত হয় জাতীয় উৎপাদন। এগুলো দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, দুর্নীতির রাষ্ট্রীয়করণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল খুবই ভয়াবহ।

দুর্নীতির ফলে জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে জাতি হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত— যা তাদের মধ্যে পাশবিকতার জন্ম দিয়ে থাকে। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির রাহু যদি সমাজকে গ্রাস করে, তাহলে উন্নতির আশা করা বৃথা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতির ভয়াল থাবা বিস্তৃত হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তি পর্যন্ত সকল মহল এই চলেছে দুর্নীতির মহোৎসব। অনেকে মনে করেন, দরিদ্রতার ফলেই আবির্ভূত হয় দুর্নীতি।

অর্থাৎ সৎ পথ থেকে জীবনযাত্রার মান সঠিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই অফিস-আদালতে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী কর্মকর্তাগণ ঘুষ গ্রহণ করেন। কিন্তু দারিদ্র যে দুর্নীতির মূল কারণ নয় ,বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এদেশের উঁচু মোহলের বহু রাঘব-বোয়ালকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থ করেছেন। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন পালন করছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। দেশের সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা , মন্ত্রী, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির নোংরা প্রবণতাকে। দুর্নীতির এ নেতিবাচক দিকটার সবচেয়ে বড় শিকার হয় যুবসম্প্রদায়। পরিশীলিত চিন্তাবোধের অভাবে সাফল্যলাভের জন্যে তারা সহজেই অশুভ ও ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। এভাবে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট ।

দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি কখনও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমাদের বিশেষত দেশের শিক্ষিত সমাজকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর সমাজ গড়তে হলে জাতীয় জীবন থেকে দুর্নীতি অপসারণ করা অতীব জরুরি।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

JESSORE BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

CHITTAGONG BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

DINAJPUR BOARD

অনুচ্ছেদ

যানজট

[দি. বো. ১৫; ব. বো. ১৬; হাজী মোহাম্মদ মহসিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

যানজট হচ্ছে যানবাহনের জট। রাস্তায় জানবাহন স্বাভাবিক গতিতে চলতে না পেরে অস্বাভাবিক যে জটের সৃষ্টি করে, তাকেই আমরা যানজট বলে জানি। জনবহুল এই বাংলাদেশের এক বিরাট সমস্যা যানজট। এই সমস্যা প্রকটতর হয়েছে রাজধানী ঢাকাতে। যানজটের সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার ঢাকার প্রতিটি মানুষ। ঢাকা দেশের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাই দেশের সকল শ্রেণির মানুষ ঢাকা শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, বাড়িয়ে তুলছে নগরীর জনসংখ্যাকে। জনগণের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে যানবাহনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা তৈরি করছে যানজট। এছাড়া রাস্তার স্বল্পতা, অপ্রশস্তা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ট্রাফিক আইন অমান্য করাই হচ্ছে ঢাকা শহরের যানজটের অন্যতম কারণ। যানজটের কারণে প্রয়োজনীয় কাজ যথাযথ সময়ে করা সম্ভব হয় না, যা ব্যাক্তি ও সামাজিক জীবনসহ রাষ্ট্রীয় জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। যানজট সমস্যা দূর করার জন্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইন, ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে পালন করাই হতে পারে এক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ।